গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা | জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ খ্রি.

বছরের প্রথম দিনে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২০১৭ পঞ্জিকাবর্ষের শুরুর দিনটিতেই বিএইচবিএফসি-তে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যোগদান করেছেন বিশিষ্ট ব্যাংকার জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের গত ১ জানুয়ারির এক প্রজ্ঞাপনে জনাব চক্রবর্ত্তীকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ পদে যোগদানের পূর্বে তিনি রাষ্ট্রায়ত্ব রূপালী ব্যাংক লি.-এ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এসময় তিনি রূপালী ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। জনাব চক্রবর্ত্তী মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির পূর্বে বিএইচবিএফসি-তে উপ-মহাব্যবস্থাপক হিসেবে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

বিএইচবিএফসি'র সাবেক উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব চক্রবর্ত্তীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যোগদানের সংবাদ প্রচারিত হলে প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়। যোগদানের পর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং তাঁদের সংগঠনসমূহের পক্ষথেকে নতুন এ ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের মধ্যদিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তীর জন্ম ১৯৬৫ সালের ২০ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায়। তিনি ১৯৮২ সালে ঢাকা নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্ ইউনিভার্সিটি থেকে ফিন্যান্স-এ এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব চক্রবর্ত্তীর কর্মজীবনের শুরু ১৯৮৭ সালে। ১৯৯৫ সালে সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে বিএইচবিএফসি-তে যোগদানের পূর্বে তিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্ট ও মাইডাস-এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস পালন

গত ২১ ফেব্রুয়ারি বরাবরের মতো যথাযোগ্য মর্যাদা, কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বাঙালীর মহান শহীদদিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিবারের মতো এবারও ভাষা শহীদদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যদিয়ে এ দিনটি পালন করে। এদিন প্রত্যূষে কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ নিজস্ব শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যদিয়ে দিনটি পালনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানের পক্ষথেকে শহীদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। প্রতিষ্ঠানের তিন মহাব্যবস্থাপক যথাক্রমে - ড. দৌলাতুন্নাহার খানম, মো. আমিন উদ্দিন ও মো. জাহিদুল হকসহ সকল বিভাগীয় প্রধান, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারস্থ জোনাল অফিসসমূহের ব্যবস্থাপকবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষথেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন অনুষ্ঠানে বিএইচবিএফসি'র সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারস্থ মোট ৭টি জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপকগণের নেতৃত্বে এসব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দও এসময় আলাদাভাবে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ এবং কর্মচারী ইউনিয়ন, বিএইচবিএফসি শাখার নেতৃবৃন্দও নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষথেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দিবসটির আনুষ্ঠানিকতার দ্বিতীয় পর্বে শহীদমিনারের পাদদেশে মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বক্তাগণ দিনটির তাৎপর্য বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। পর্ষদ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁদের বক্তব্যে শহীদদের আত্মত্যাগের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। কর্পোরেশনের সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিসও নানা কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে।

স্টল পরিদর্শন : ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডানে দ্বিতীয়), অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (বাঁ-এ দ্বিতীয়)

উন্নয়ন মেলা ২০১৭:

বদলে যাওয়া বিএইচবিএফসি'র উন্নয়ন প্রদর্শনী

গত ৯, ১০ ও ১১ জানুয়ারি দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'উন্নয়ন মেলা ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস (১০ জানুয়ারি) উপলক্ষে দেশব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় সরকারের সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী এবং প্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ৩১টি জেলা ও উপজেলায় স্টল স্থাপনের মাধ্যমে মেলায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রদর্শন করে। মেলায় বিএইচবিএফসি'র স্টল কেন্দ্রকরে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী গত ৯ জানুয়ারি ঢাকা জেলা প্রশাসন আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ২০১৭-এ প্রতিষ্ঠানের স্টল পরিদর্শন করেন। নগরীর সেগুনবাগিচাস্থ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে কর্পোরেশনের স্টল পরিদর্শনকালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মানিক লাল দে ও মহাবিভাগ-৩ এর মহাব্যবস্থাপক মো. জাহিনুল হকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারী প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রগতি অর্জিত হচ্ছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন ও সেবা সহজীকরণে অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। অর্থনীতি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি পরতে সূচিত ও নিয়ত বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নের দৃশ্যমান প্রচার এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা এখন সময়ের দাবী। সরকারের নীতি ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া উন্নয়ন ও ব্যবসায় অগ্রগতি অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমের প্রচারণার জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ হিসেবে এ মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজারগণ মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহের স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা কর্পোরেশনের স্টল পরিদর্শনকারী জনসাধারণকে বিভিন্ন তথ্য ও ঋণ আবেদন ফরমসহ প্রচারণামূলক কাগজপত্র ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেন।

সেমিনারে বক্তব্যরত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ভূমিকম্প বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিএইচবিএফসি

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ঝুড়িলস্থ বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে ভূমিকম্প বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ছিল সেমিনারটির Title Sponsor. দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিএইচবিএফসি'র উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। Creative BJ, JAMS Group, JTCCL ও Japasty স্থানীয় Ad Point নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় "How to Develop a Robust Building Structure Capable of Withstanding an Earthquake" শীর্ষক এ সেমিনার আয়োজন করে।

দেশের গৃহায়ন সেক্টরের অগ্রপথিক বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন। ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের সেবা, ব্যবসায় ও ব্রান্ড প্রচারের লক্ষে অনুষ্ঠানটির Title Sponsorship গ্রহণ করা হয়।

সেমিনারে ১০ জন জাপানিজ ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ভূমিকম্পের কারণ, এর উপকেন্দ্র, প্রভাব ও প্রতিকার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। নির্মাণকাজের মানোন্নয়ন, ভূমিকম্পসহনীয় স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও এর পন্থা-পদ্ধতি বিষয়েও মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত হয় সেমিনারটিতে। অনুষ্ঠানে সরকারের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক, রিয়েল এস্টেট কোম্পানী এবং শীর্ষস্থানীয় নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহন করে।

সেমিনারের শিক্ষণপর্ব সমাপ্তির পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

গত ২৬ মার্চ দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের এ মহান দিনটি উদ্‌যাপন করে।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে বরাবরের মতো এবছরও বিএইচবিএফসি মহান স্বাধীনতার কিংবদন্তীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে। বাঙালী জাতির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের মহান স্বাধীনতা। একসাগর রক্ত এবং অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতার সফল কারিগর, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সন্তান: সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিও যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিএইচবিএফসি। দিবসটির শুরুতে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর ধানমন্ডিস্থ জাতির জনকের বাসভবনের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। দেশের বাইরে থাকায় বিএইচবিএফসি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম। এসময় মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন ও মো. জাহিদুল হক তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন। বিএইচবিএফসি সদর দফতরের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারস্থ ৭টি জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং এসব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংগঠন বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা পরিষদ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও জাতির জনক ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আজকের মুক্ত ভূমি, সার্বভৌম বাঙালী স্বত্তা, স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়, গৌরবময় মানচিত্র-জাতীয় পতাকার নিয়ামক-মাহেন্দ্রক্ষণ ২৬ মার্চ। দিনটি উপলক্ষ্যে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে বিএইচবিএফসি। দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানটির মাঠ-অফিসসমূহও একইভাবে যথাযোগ্য মর্যাদা ও কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি প্রচলন

আনুষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির প্রচলন করা হয়েছে বিএইচবিএফসি-তে। ২০১৭ সালের প্রথম দিনটিতে বিএইচবিএফসি-তে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্তী এ কর্মসূচি চালু করেন। গত ২৮ জানুয়ারি তিনি সদর দফতর ভবন ও প্রাঙ্গনে পরিচালিত বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানের ৩০টি মাঠ-কার্যালয়ে এদিন একযোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধনকালে প্রতিষ্ঠানের তিন মহাব্যবস্থাপকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় 'পরিচ্ছন্ন দফতর, পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গন: কর্মময় পরিবেশ, ব্যবসায় উন্নয়ন' শীর্ষক শ্লোগানযোচিত ব্যানার নিয়ে সদর দফতর চত্বরে সংক্ষিপ্ত র‍্যালিও অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি দফতরসমূহের গতানুগতিক চেহারা পরিবর্তন এবং উন্নত কর্ম-পরিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ তাগিদ থেকে আয়োজিত এ কর্মসূচি উদ্বোধনকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্মপরিমন্ডলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলেধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি পরিচ্ছন্ন কর্মক্ষেত্র ও কর্মময় পরিবেশ তৈরি ও তা বজায় রাখার লক্ষে তিন মাস অন্তর এ কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে পরিপালন এবং পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী অফিসসমূহকে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে পুরস্কৃত করার ঘোষণা প্রদান করেন।

বার্ষিক ক্রীড়া ও

পর্ষদ চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ : পার্শ্বে (বাঁ দিকে) উপবিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গত ৪ ফেব্রুয়ারি কর্পোরেশনের সদর দফতর ও ৬টি জোনাল অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী কম্পাউন্ডের পিকনিক স্পটে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীত চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ স্বপরিবারে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানান এবং তাঁদের সাথে আনন্দঘন সময় কাটান। সদর দফতর এবং ঢাকাস্থ জোনাল অফিসসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সর্বোতভাবে উপভোগ্য করে তোলে।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও বছরের শুরুতে আয়োজন করা হয় বার্ষিক ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠান। 'এসো মিলি প্রাণের উৎসবে' শ্লোগানকে সামনে রেখে যান্ত্রিত জীবনের কর্ম-ক্লান্তি পেছনে ফেলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অবগাহনের এ অনুষ্ঠান। বৃহত্তর বিএইচবিএফসি পরিবারের সকলের আদরের সম্পদ ছোট্ট সোনামণি ও কিশোর-যুবকদের বিভিন্ন ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন এবং পুরস্কার প্রাপ্তির আনন্দ অবিভাবকদের মনে এক অপার্থিব ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি করে। কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মেহমানদের স্ত্রীদের জন্যও ছিল বিশেষ উপভোগ্য কিছু ইভেন্ট। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগের বাইরে ছিলেন না কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেরাও।

এবছরের ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত পিকনিক

খাওয়ার আগে ক্ষুধা-বৃদ্ধির দৌড় !

স্পটটি ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়নাভিরাম ও মনোরম এক পরিবেশ। পদ-পদবী, নারী-পুরুষ বা শিশু-কিশোর-যুবা নির্বিশেষে বিস্তীর্ণ পরিসরে অবাধে ঘুরেবেরিয়েছেন সকলে। প্রাণ-চাঞ্চল্যের দোলায় শিশু-কিশোরেরা ভেসে বেরিয়েছে কৃত্রিম লেক-এর বিনোদন নৌযানে। প্রকৃতির স্নিগ্ধতাকে সাথী করে আনন্দঘন কিছু সময়ের আলোকচিত্র ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রায় সকলে।

আনন্দঘন সময়ের পলায়নপর প্রকৃতি দ্রুতই দিবসের সূর্যকে পড়ন্ত

অনুষ্ঠান উপভোগরত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বাঁ থেকে ৬ষ্ঠ), অতিথি ও বিভিন্ন পর্যায়ে

চিত্তবিনোদন

বিকেলের দিকে টেনে নিয়ে যায়! দিনের অপরাহ্নে পশ্চিমের সোনালী আলো তখন প্রকৃতিতে অন্যরকম এক সৌন্দর্যের রং ছড়িয়ে দিয়েছিলো। সকলকে ডাকা হলো বিক্ষিপ্ততা এড়িয়ে একই জমায়েতে সামিল হওয়ার জন্য! দিনের সবচে' আকর্ষণীয় পর্ব এখনো বাকি! পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান! সম্মানীত অতিথিবৃন্দ, বরেণ্য কর্তৃপক্ষ এবং বিএইচবিএফসি পরিবারের সর্বোচ্চ অবিভাবক চেয়ারম্যান মহোদয়ের অমৃত কিছু কথা শোনার আকর্ষণও রয়েছে।

অতিথি, কর্তৃপক্ষ এবং অবিভাবকের শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং অভিনন্দনে আপ্লুত হওয়ার পর ক্রীড়া প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপর দৈব-চয়ন ভিত্তিতে র‍্যাফেল ড্র'র পুরস্কার বিতরণ! আয়োজকদের চৌকশ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি পরিবারই পেয়েছে কোনও না কোন আনন্দ-স্মারক পুরস্কার!

পিলে চমকানো পিলো-পাসিং...!

...র কর্মকর্তাবৃন্দ

উপবিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ সচিব (ডান থেকে দ্বিতীয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (ডানে প্রথম), খুলনা বিভাগীয় কমিশনার (বাঁয়ে দ্বিতীয়) ও কোর্স পরিচালক (বাঁয়ে প্রথম)

ই-সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা শীর্ষক কর্মশালায় বিএইচবিএফসি

গত ২২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি 'ই-সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা' বিষয়ক ৭ দিনের এক কর্মশালায় বন্দরনগরী খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ কর্মশালা আয়োজন করে। খুলনার রূপসা স্ট্রান্ড রোডে অবস্থিত সিএসএস-আভা সেন্টারে আবাসিক এ কর্মশালায় বিএইচবিএফসিসহ ৫টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ২৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কর্মশালাটি পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের (সমন্বয় ও সংস্কার) সচিব এন.এম জিয়াউল আলম এবং খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. আব্দুস সামাদ।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা ডিজিটালাইজেশনের প্রস্তাবিত নক্শা ও পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সরকারী সেবা সহজলভ্য ও হয়রানিমুক্ত এবং গ্রাহকবান্ধব করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের উদ্ভাবনী চিন্তা, প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প শতভাগ সফল করতে অংশগ্রহণকারীদের এ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের সফলতা কামনা করেন তিনি। কর্মশালায় প্রণীতব্য ডিজাইন ও পরিকল্পনাসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় বিএইচবিএফসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ 'Digital Home Loan Service' শিরোনামে ডিজিটালাইজড্ গৃহঋণ সেবা প্রকল্পের খসড়া নক্শা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। শতভাগ অনলাইন ও ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ঋণের তথ্য সংগ্রহ থেকে বন্ধকীকৃত দলিলপত্র হস্তান্তরের পূর্বপর্যন্ত যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, সাত দিনের কর্মশালাশেষে ইতোমধ্যে দু'দফায় প্রকল্পটির বিস্তারিত ডিজাইন ও পরিকল্পনা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট PowerPoint Presentation-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কর্তৃপক্ষ উক্ত ডিজাইন ও পরিকল্পনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রায় সোয়া কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এ প্রকল্পের Software প্রস্তুত সম্পন্ন হলে বিএইচবিএফসি'র সেবা ও কার্যপ্রক্রিয়া শতভাগ ডিজিটালাইজড্ করা সম্ভব হবে।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ শীর্ষক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত

সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত নীতি ও বিধিমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনে ১ দিন ব্যাপী এক বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। গত ২৭ জানুয়ারি কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি'র দু'জন মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এর পরিচালক জনাব মো. আজিজ তাহের খান বিশেষজ্ঞ রিসোর্স-পার্সন হিসেবে ওয়ার্কসপটি পরিচালনা করেন।

সরকারী ক্রয় ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং সমগ্র ক্রয় ব্যবস্থাপনা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পন্থা-পদ্ধতির আওতায় আনার লক্ষ্যে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)'-এর বিষয়ে ব্যাপকতর প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সরকারের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। বিএইচবিএফসি'র বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ জোরদার করার তাগিদ দেন। তাঁর এই তাগিদের ফলে এই প্রথম এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন হয়।

হিসাবায়ন এবং অডিট ও পরিদর্শন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্ষদ চেয়ারম্যান (বাঁয়ে দ্বিতীয়) ও তিন মহাব্যবস্থাপক

গত ১৯ থেকে ২৩ মার্চ কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হিসাবায়ন এবং অডিট ও পরিদর্শন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক পাঁচ দিনের এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ মার্চ পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম এবং অপর দুই মহাব্যবস্থাপক যথাক্রমে মো. আমিন উদ্দিন এবং মো. জাহিদুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর দফতরের সকল বিভাগীয় প্রধান উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং জোন-৩ এর ব্যবস্থাপক মো. নাজমুল হোসেন।

বিষয়ভিত্তিক এ কোর্সটিতে কর্পোরেশনের সিনিয়র অফিসার ও আইন অফিসার পর্যায়ের মোট ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ২৩ তারিখ অপরাহ্নে কোর্সটির সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দৌলতুন্নাহার খানম।

জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে অবসরে গেলেন যাঁরা

নাম ঃ জনাব শফিকুল ইসলাম জমাদার
পদবী ঃ সহকারী মহাব্যবস্থাপক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, চট্টগ্রাম
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৬ জানুয়ারি-২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. নিজাম উদ্দিন
পদবী ঃ সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন -৩, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ২ ফেব্রুয়ারি-২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব কাজল কান্তি বড়ুয়া
পদবী ঃ সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন -৩, ঢাকা
অবসর শুরুর তারিখ ঃ ১ মার্চ-২০১৭ খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম
পদবী ঃ সিনিয়র অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন -২, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৫ মার্চ-২০১৭ খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. জোরবান আলী
পদবী ঃ অফিস সহায়ক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ রিজিওনাল অফিস, জামালপুর
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ১ মার্চ-২০১৭খ্রি.

পর্ষদ কোরন্যালের কলাম

ব্যাংকিং-এ মানবিকতা

– শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং জীব হিসেবে অপর মানুষের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরের অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখাবে, ওই ব্যক্তির মধ্যে শ্রদ্ধার স্ফুরণ না ঘটলে সম্মান দেখানো সম্ভবপর নয়। ব্যাংকারগণ সামাজিক জীব। সেই হিসেবে নিয়মের মধ্যে থেকে অপরের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অর্থাৎ নিয়মনীতির মধ্যে থেকে অপরের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কার্য সম্পাদন করার নামই মানবিকতা।

কিন্তু শুধু কতগুলো নিয়মনীতির মধ্যে কার্য সম্পাদন করলেই মানবিকতার পরিস্ফুটন ঘটে না। কারণ, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যুগে যন্ত্রনির্ভর বা Computer Based প্রযুক্তির মাধ্যমেই ব্যাংকিং কার্যক্রম চালানো সম্ভব। তবে Software কিংবা যান্ত্রিক সহায়তায় ব্যাংকিং কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনা করা গেলেও মানবিকতার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেবা গ্রহণকারী যেহেতু সামাজিক জীব, কাজেই সাবলীল সেবা পাওয়ার পরও মানবিকতার স্পর্শের প্রত্যাশা রয়েই যায়। এক্ষেত্রে নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই ব্যাংকাররা কার্য সম্পাদন করে থাকেন। কাজেই, ব্যাংকিংসেবা প্রদান তথা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় মানবিকতা একটি অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক বা Factor.

ব্যাংকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই কার্য সম্পাদন করতে হয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠায় প্রধান প্রধান নগর বা শহর বা শহরতলী এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের ব্যস্ততা অনেক বেশি। কারণ তাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে জীবন গঠন ও যাপন করতে হয়। যেন কোনো কাজেই দম ফেলবার ফুরসত নেই। তদুপরি সেবা গ্রহণকারীগণ গুণগত সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার প্রত্যাশী ও আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন।

এক্ষেত্রে শহরকেন্দ্রিক ব্যাংকগুলোতে জরুরিভাবে গ্রাহকসেবা প্রদান করা সময়ের দাবি। কারণ শহর বা নগর অধ্যুষিত লোকজন অত্যন্ত ব্যস্ত জীবন যাপন করেন। ব্যাংকের কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজও তাদের সম্পাদন করতে হয়। সেজন্য তারা প্রত্যাশা করে, তাদের কাজগুলো দ্রুততার সঙ্গে ব্যাংকাররা সম্পাদন করবেন। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের গ্রাহকদের চাহিদা বা ব্যস্ততা অতখানি নেই। গ্রাহক ৪/৫ মাইল হেঁটে বা সামান্য কোনো যানবাহনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ব্যাংক শাখায় আসেন। সেখানে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা তাদের পছন্দ নাও হতে পারে। কষ্ট করে আসার ফলে তারা চায় একটু স্বস্তির সঙ্গে বসে কাজ সম্পন্ন করতে। এটাও ব্যাংকারকে মানবিকতার অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য রাখতে হয়। তেমনি পল্লী অঞ্চলে হাটবারের দিন ব্যাংকের কার্যপরিধি এবং কর্মব্যস্ততা অনেক বেড়ে যায়। সেই সকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম খোলা বা চালু রাখতে হয়। সেখানে নিয়ম কানুনের বেশি কড়াকড়ি রাখা হয় না বা যায় না। তবে, নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই তাদের কাজ করতে হয়।

আবার কখনও কখনও দেখাযায়, সাধারণভাবে গ্রাহকরা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নমিনি নিয়োগ করে থাকেন। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর তার টাকাটা যাতে নমিনি সঠিকভাবে পেতে পারেন, তারই একটি প্রচেষ্টা থাকে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও অনেক সময় ব্যাংকাররা সাকসেশন সার্টিফিকেট আনার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তাতে গ্রাহকের সে ইচ্ছা বা অনুভূতির প্রতিফলন ঠিকমতো ঘটে না। এক্ষেত্রে ব্যাংকারকে গ্রাহকের আসনে বা অবস্থানে বসে বিষয়টি নিবিড়ভাবে বিবেচনা করা উচিত বলে মনেহয়। তখন সে বুঝতে পারবে, তার বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটলে তার ভেতরে কি অনুভূতি হতো। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে মানবিক আচরণ প্রদর্শন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

অনেক সময় কোনো কোনো ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ের পর Banking Transaction করা সমীচীন বলে মনে করে না। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা গ্রাহককে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং বিকল্পভাবে অন্য যেখানে তার ব্যাংকিং কার্যাদি সম্পাদন করা অর্থাৎ সাধারণ গ্রাহকদের দেশের মধ্যে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আন্তঃদেশীয় Fund Transfer করা সার্বক্ষণিক কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য অন্য ব্যাংকে বা এজেন্টের মাধ্যমে কাজ করার প্রবণতা খুঁজে পায়। বর্তমানে দেখা যায়, ইউটিলিটি বিল নেওয়ার জন্য ব্যাংকারদের নির্দিষ্টভাবে শাখা নির্দিষ্ট করা থাকলেও তারা কখনও কখনও তা নিতে চান না। ফলে, গ্রাহকের হয়রানি বাড়ে এবং তারা ব্যাংকের প্রতি একটু বিরূপ ধারণা পোষণ করতে থাকেন। সুতরাং এখানে গ্রাহকের অনুভূতিকে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা করা হয় না। অন্যদিকে প্রাইভেট খাতের কোনো কোনো ব্যাংক বা ব্যাংকের শাখা এ সুযোগ প্রদান করে এবং লাঞ্চের সময়ও বিকল্প Arrangement-এর ভিত্তিতে গ্রাহকের টাকা গ্রহণ করে অথবা To Let লিখে গ্রাহকের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের সেবা প্রদানের জন্য Agent Banking বা বিকল্প ব্যাংকিংসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে তারা ব্যাংক ছাড়াই ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকিং ব্যবসা অনেক ভালো ও সফলভাবে পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক দিকটি অধিক সক্রিয় হিসেবে বিরাজমান রয়েছে। সেখানে মানবিক দিকটি অনেকটাই নিষ্ক্রিয় থাকে।

তবে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো কার্য সম্পন্ন করা সঠিক হবে না, কারণ অনুভূতি থাকতে পারে কিন্তু নিয়মনীতির লঙ্ঘন করা ঠিক হবে না। এই অনুভূতি উপলব্ধি করার জন্য ব্যাংকারকে কোনো Psychologist হওয়ার প্রয়োজন নেই। পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ সামলে নেওয়ার সক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলেই এটা উপলব্ধি করা সহজতর হবে।

মানবিকতার মূলে রয়েছে প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ ও গভীর দেশপ্রেম। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এই ভ্রাতৃত্ববোধ স্বাভাবিকভাবে বজায় রাখার জন্য সমাজের মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে ঋণী। আমাদের শৈশবকাল থেকে কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজের মানুষের অবদান পরিলক্ষিত হয়। তাই মানবিক আচরণ করা, বিশেষতঃ ব্যাংকিং কার্যাবলির ক্ষেত্রে, মানুষের অনুভূতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ থাকতেই হবে।

ব্যাংকিংসেবা এবং কার্যাদির মধ্যে ব্যাংকাররা মানবিকতার অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া ব্যাংকিং কার্যাদির বাইরে মানবিকতার খাতিরে অনেক সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, শীতার্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে সহায়তা, ছোট বা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে কিংবা সামাজিক কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনে মালপত্র, যন্ত্রপাতি কেনার জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃস্থ মানবতার সেবায় ব্যাংকাররা নিরন্তর অবদান রেখে চলেছেন। এসব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার সেবা বা মানবিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তৈরি করা।

ব্যাংকাররা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান Relation রক্ষা করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে Social Bondage তৈরি করে থাকেন। এসব অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তাদের ভাববিনিময়ের পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রদান বা বিনিময় হয়। এর মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে Banking Service প্রদান করে থাকে। এ কারণে একজন ব্যাংকারকে সবসময় যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন হতে হয়। এরূপ বোধসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যাংকারগণ যাপিত জীবনে নিরন্তর অবদান রেখে চলেছেন।

এসব কাজ সম্পাদনে ব্যাংকারদের হৃদয়ে, মননে, মস্তিষ্কে উচ্চ মানবিকতার বোধ ধারণ, লালন ও পরিপালন করতে হয়। আর এভাবেই কর্মজীবনের পাশাপাশি সামাজিক জীবনে ব্যাংকাররা মানবিকতার ধারণায় সমৃদ্ধ ও সিক্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ■

প্রস্তুত প্রবন্ধটি ইতোমধ্যে দৈনিক সমকাল ও দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে

আইডিবি প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর:
কর্পোরেশনের পল্লী গৃহায়ন প্রকল্প বিষয়ক আলোচনা

গত ১৫ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)'র একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। এসময় প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের পল্লী গৃহায়ন প্রকল্পে প্রকল্প সহায়তা ঋণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), অর্থ বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিএইচবিএফসি'র সাথে আলোচনা করে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় মিলিত হয় মিশনটি। কর্পোরেশন সদর দফতরের পর্ষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আইডিবি'র গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক উর্ধতন বিশেষজ্ঞ মি. সোহাইল মালিক, লিগ্যাল কাউন্সেল বিশেষজ্ঞ মিস বাহেইয়াহ খুশেইম, মি. হাসান ইদ্রিস, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ মি. বেন বা, মি. আহমেদ ফাদলান, মি. ওসমান গণি এবং আইডিবি'র ঢাকা অফিস-প্রতিনিধি আব্দুল মোমেন ভূঁইয়া আইডিবি'র স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যালোচনা করেন। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধি দলটি বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকল্পটির টেকনিক্যাল বিষয়াবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। এসময় প্রকল্পটির উপাদানাবলী, এর মূল কাজ, উপাদানভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্প, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ হয়। প্রকল্পটিতে সম্ভাব্য অর্থ-প্রবাহ, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ক্রয়-পরিকল্পনা, কার্যকরীতার পূর্বশর্ত ও বাস্তবায়নকারী পক্ষসমূহের সক্ষমতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, মফস্বল ও গ্রামীণ জনপদের মানুষের আবাসন-মান উন্নয়নে দেশীয় প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা এবং চাষযোগ্য কৃষি-ভূমি রক্ষাকল্পে আইডিবি এ প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহী। এ আগ্রহের ফলে ৪০.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রাথমিক প্রস্তাবটি ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ-সমীক্ষার পাশাপাশি অর্থ ছাড়করণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এ সফর অনুষ্ঠিত হয়। সফরকালে আইডিবি প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে আলোচনা ছাড়াও নমুনাভিত্তিক প্রজেক্ট বাস্তবায়ন-এলাকা পরিদর্শন করে। এ পর্যায়ে দলটি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া পৌরসভা এলাকা পরিদর্শন করে। তাঁরা সরেজমিনে কর্পোরেশনের পল্লী গৃহায়ন ঋণ ব্যবস্থা ও এর উপযোগিতা উপলব্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে মতবিনিময় করেন।

একশ' দিনের বিশেষ কর্মসূচি :
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

বিএইচবিএফসিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করতে ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি চালু করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী। গত ২১ জানুয়ারি শুরু হওয়া এ কর্মসূচি আগামী ৩০ এপ্রিল সমাপ্ত হবে। গৃহ ঋণের বকেয়া ও শ্রেণীকৃত ঋণের অর্থ আদায়, খরিদা বাড়ির দখল গ্রহণ ও তা বিক্রয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে এ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বয়ং এ কর্মসূচি মনিটর, মূল্যায়ন ও নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় ৩৯ দিনের সময় অতিবাহিত হয়। এ সময়কালে কর্মসূচির কার্যকরিতা ও লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য গত ১৫ মার্চ জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজারগণের অংশগ্রহনে দিনব্যাপী এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর দফতর ভবনের ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী।

কর্পোরেশনের তিন মহাব্যবস্থাপক : যথাক্রমে ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মো. আমিন উদ্দিন এবং মো. জাহিদুল হক পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার বাইরের জোনাল ও রিজিওনাল অফিসের ব্যবস্থাপকগণের মাঠপর্যায়ে লক্ষ্য অর্জন মূল্যায়নের এ সভায় সদর দফতরের বিভাগীয় প্রধানগণ এবং বিশেষতঃ ঋণ, আদায় ও আইন বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সন্তোষজনক পারফর্মেন্স-এর জন্য জোনাল অফিস খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং রিজিওনাল অফিস জামালপুর, বগুড়া, গোপালগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের অফিস প্রধানদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এসময় আনুপাতিক লক্ষ্য অর্জনে পিছিয়ে থাকা অফিসসমূহকে পারফর্মেন্স উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়।

সভার শেষপর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারীদের বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধির নির্দেশ দেন। তিনি সকলকে শতভাগ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পারফর্মেন্স মূল্যায়ন, ব্যবসায় উন্নয়নে প্রচারণা বৃদ্ধি, নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল এবং বস্তুনিষ্ঠ হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণেরও নির্দেশ দেন। সবশেষে তিনি কর্পোরেশনকে ডিজিটালাইজকরণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিকভাবে কয়েকজন অফিস প্রধানের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেন।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী : **ড. দৌলতুন্নাহার খানম,** মহাব্যবস্থাপক, মহবিভাগ-১

মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশন : **পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ,** বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, E-mail: bhbfc@bangla.net
web : www.bhbfc.gov.bd